148902 - যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কিছু অর্থ গ্রহণ করছে; কিন্তু সফর করে চলে আসার কারণে সেটা ফেরত দিতে পারছে না

প্রশ্ন

আমি উপসাগরীয় দেশগুলোর কোন একটিতে লেগ্যাল এডভাইজার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমি কাজ করেই অর্থ নিতাম। কিন্তু, সমস্যা হল আমার অর্থের ভেতরে কিছু সন্দেহজনক অর্থ ঢুকে পড়েছে। যে অর্থগুলো আমি এজেন্টদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছি এবং সেগুলো আমার হালাল অর্থের ভেতরে ঢুকে গেছে। আমি জানি না যে, এমন অর্থের পরিমাণ কত হবে; যেহেতু সেগুলো আমার অর্থের সাথে মিশে গেছে এবং আমার পক্ষে সেগুলো মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াও সম্ভবপর নয়। যেহেতু আমি সে দেশ থেকে চলে এসেছি, এখন মিশরে থাকছি। আমি আল্লাহ্‌র কাছে এ গুনাহ থেকে তওবা করেছি এবং আমার সম্পদকে পুত-পবিত্র করার জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে যাচ্ছি। এমতাবস্থায়, যাতে করে আল্লাহ্ আমার প্রতি খুশি হন ও আমাকে মাফ করে দেন সেটার উপায় কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রহণ করেছে তার উপর আবশ্যকীয় হচ্ছে—সে সম্পদ ঐ ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয়া। সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া তার তওবা পূর্ণ হবে না। দলিল হচ্ছে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার থেকে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোন দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) থাকবে না। যদি তার সৎকর্ম থাকে তাহলে তার সৎকর্ম থেকে জুলুমের সমপরিমাণ কেটে রাখা হবে। আর তার সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ হতে জুলুমের সমপরিমাণ নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।"[সহিহ বুখারী (২৪৪৯)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: "আলেমগণ বলেন, প্রত্যেক গুনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজিব। যদি গুনাহটি বান্দার মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে হয়ে থাকে; কোন মানুষের হক্বের সাথে সম্পৃক্ত না হয় তাহলে সে তওবার জন্য শর্ত তিনটি: ১। গুনাহ ত্যাগ করা। ২। কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ৩। সে গুনাতে পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া। যদি এ

তনিটি শর্তরে কোন একটি না পাওয়া যায় তাহলে সে তওবা শুদ্ধ হবে না।

আর যদি গুনাহটি মানুষরে সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সে তওবার জন্য শর্ত চারটি: উল্লখেতি তনিটি এবং হক্বদাররে হক্ব থকেে নজিকেে মুক্ত করা; যদি সম্পদ বা এ জাতীয় কছিু হয় তাহলে সটো মালকিকে ফরিয়িে দওেয়া। আর যদি অপবাদ এবং এ ধরণরে কছিু হয় তাহলে প্রতশিোধ গ্রহণরে জন্য নজিকেে তার কাছে পশে করা কংিবা ক্ষমা চয়েে নওেয়া। আর যদি গীবত হয় তাহলে সংশ্লষ্টি ব্যক্তরি কাছ থকেে মাফ চয়েে নওেয়া।"[রয়িাদুস সালহেীন, পৃষ্ঠা-৩৩ থকেে সমাপ্ত]

যদি আপনি অন্যায়ভাবে অর্জতি সম্পদরে পরমিাণ না জাননে তাহলে সতর্কতা রক্ষা করে প্রবল ধারণাকে আমলে নবিনে। যদি অর্থরে পরমিাণ ১০০-৮০ মাঝে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনি ১০০ ধরবনে; যাতে করে নশ্চিতিভাবে আপনার যম্মিাদারি মুক্ত হয়।

যদি আপনি হক্বদারকে জানালে বপিত্তি ঘটার আশংকা করনে তাহলে তাকে জানানো আবশ্যকীয় নয়। বরং সম্ভাব্য যে কোন মাধ্যমে অর্থটা তার কাছে পৌঁছালইে যথষ্টে। যমেন—তার একাউন্টে জমা করে দওেয়া, কংিবা এমন কাউকে দওেয়া যনিি তাকে না জানয়িে তার কাছে অর্থটা পৌঁছয়িে দবিনে।

আর যদি হক্বদার মারা যায় সক্ষেত্রেে আপনি হক্বদাররে ওয়ারশিগণকে পরশিোধ করবনে।

দুই:

আর যদি আপনি চষ্টো ও খোঁজাখুঁজি করার পরওে হক্বদারকে চনিতে ও অর্থটা তার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম না হন; তার নাম ভুলে যাওয়ার কারণে কংিবা অন্য যে কোন কারণে সক্ষেত্রেে আপনি উক্ত অর্থ তার পক্ষ থকেে দান করে দবিনে। তবে শর্ত হল—যখনই আপনি তার কাছে পৌঁছতে সক্ষম হবনে তখনই আপনি তাকে দুটো অপশন দবিনে: এ সদকাকে মনেে যাওয়া কংিবা নজিে অর্থটা গ্রহণ করা।

"স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র" তে এসছে—ে জনকৈ সনৈকি একজন দাস থকেে কছিু অর্থ চুরি করছে:ে যদি সনৈকি ব্যক্তি দাসটকিে চনেে কংিবা দাসটকিে যে ব্যক্তি চনেে তাকে চনেে সক্ষেত্রেে সন্ধান করে তাকে সে রৌপ্যমুদ্রা বা সমমূল্য বা তার সাথে যা পরশিোধ করতে একমত হবে সটো পরশিোধ করা। আর যদি তাকে না চনেে ও তার সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যায় তাহলে ঐ অর্থ কংিবা ঐ অর্থরে সমমূল্যরে কাগুজে মুদ্রা এর মালকিরে পক্ষ থকেে সদকা করে দবি।ে পরে যদি উক্ত ব্যক্তকিে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে বষিয়টি তাকে অবহতি করব।ে যদি মালকি সদকার বষিয়টি মনেে যায় তাহলে ভাল। আর যদি সদকা করাটা মনেে না যায় এবং অর্থ দাবী করে তাহলে তাকে তার অর্থ ফরেত দতিে হবে এবং সদকাকৃত অর্থ সনৈকিরে নজিরে সদকা হসিবেে গণ্য হব।ে এ সনৈকিরে কর্তব্য হল: আল্লাহ্র কাছে ইস্তগিফার করা, তওবা করা এবং এ অর্থরে মালকিরে জন্য দোয়া করা।"[ফাতাওয়া ইসলাময়িযা (৪/১৬৫) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "... যদি আপনি কোন ব্যক্তি থকেে কংিবা কোন প্রতষ্ঠিান থকেে কোন কছিু চুরি করনে তাহলে আপনার উপর আবশ্যকীয় হল আপনি যার থকেে চুরি করছেনে তার সাথে যোগাযোগ করে বলা য,ে আমার কাছে আপনার এত এত পাওনা আছ।ে এরপর উভয় পক্ষ একটা সমঝোতাতে পৌঁছবনে। কউে মনে করতে পারনে য,ে এটা তার জন্য কঠনি, তার পক্ষে সম্ভবপর নয় য,ে গয়িে সে ব্যক্তকিে বলব:ে আমি আপনার থকেে এত এত চুরি করছে িবা আপনার থকেে এত এত নয়িছে।ি সক্ষেত্রে আপনি এ দরিহামগুলো তার কাছে পরোক্ষ কোন রাস্তায় পৌঁছয়িে দবিনে। যমেন সংশ্লষ্টি ব্যক্তরি কোন সাথী বা বন্ধুকে দয়িে বলা য,ে এটা অমুকরে পাওনা। ঘটনাটা তাকে উল্লখে করে বলবে য,ে আমি এখন তওবা করছে;ি আশা করি আপনি অর্থটা তাকে পৌঁছয়িে দবিনে।

যদি কউে এভাবে করে তার ক্ষত্রেে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর যে আল্লাহ্কে ভয় করে তনিি তার জন্য (সংকট থকেে) বরে হওয়ার পথ করে দবেনে।"[সূরা ত্বালাক, আয়াত: ২] তনিি আরও বলনে: "যে আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দনে।"[সূরা ত্বালাক্ব, আয়াত: ৪]

ধরে নয়ো যাক, আপনি যার থকেে চুরি করছেনে তাকে এখন আর চনিবনে না এবং জাননেও না য,ে সে কোথায় থাক:ে তাহলে এর বধিান আগরেটার চয়েে সহজ। কনেনা আপনি চুরকিৃত সম্পদ মালকিরে পক্ষ থকেে সদকা করে দবিনে; এভাবে আপনার দায়ত্বি মুক্ত হব।ে

প্রশ্নকারী ভাই যে ঘটনাটি উল্লখে করছেনে সটো থকেে অবধারতি য,ে মানুষরে এ ধরণরে কর্ম থকেে দূরে থাকা অপরহিার্য। কনেনা হতে পারে কোন ব্যক্তি তার নর্িবুদ্ধতিা ও বকোমগ্িরস্ত অবস্থায় চুরি করে ফলেল, সটোকে তমেন কছিু মনে করল না। এরপর আল্লাহ্ যখন তাকে হদোয়তে দয়ে তখন সে এ গুনাহ থকেে মুক্ত হতে গয়িে ক্লান্ত হয়ে পড়।ে"[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যিা (৪/১৬২) থকেে সমাপ্ত]

আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, আল্লাহ্ যনে আমাদরেকে ও আপনাকে ক্ষমা করে দনে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।